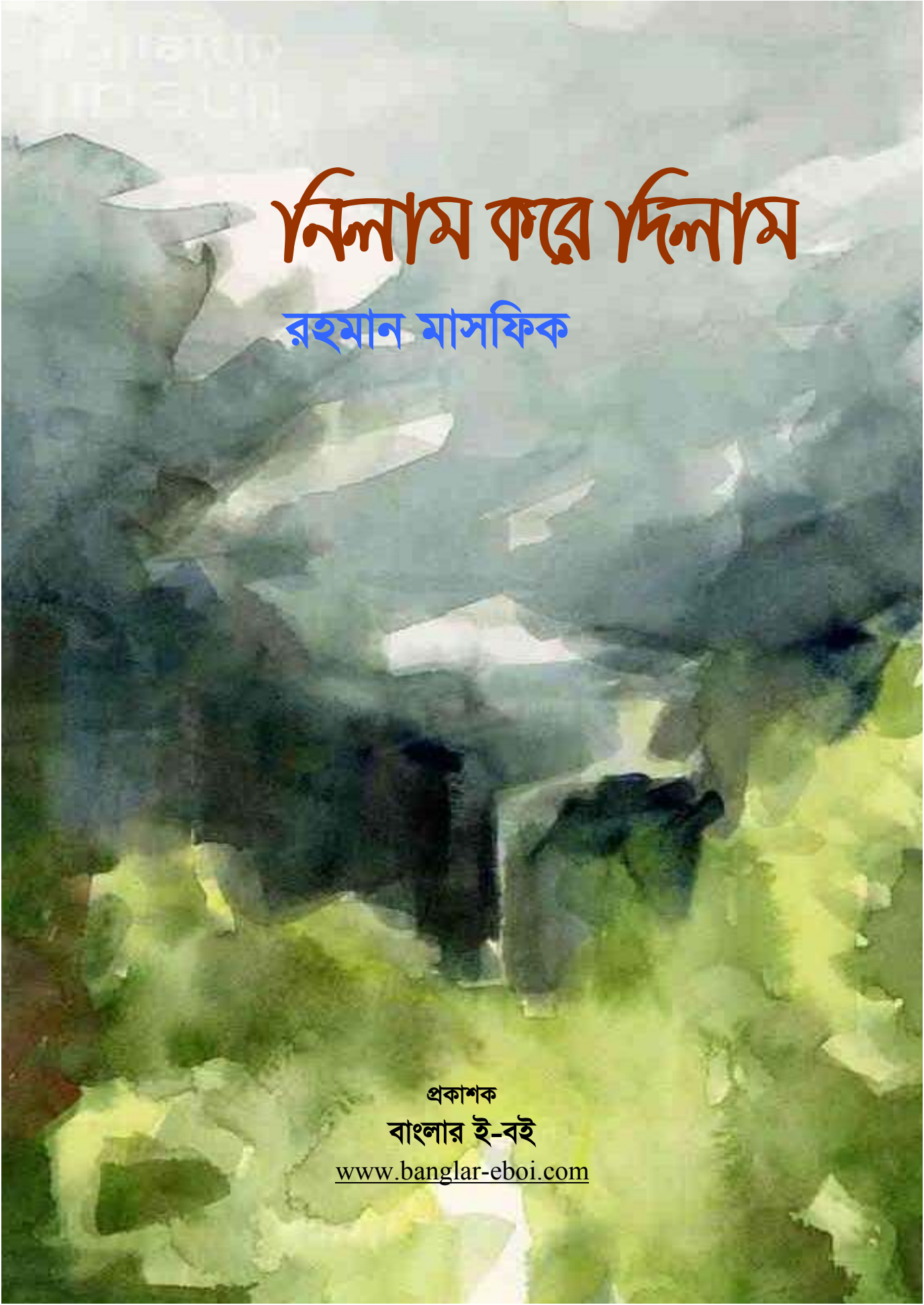

নিলাম করে দিলাম
রহমান মাসফিক
প্রকাশক
বাংলার ই-বই
www.banglar-eboi.com

নিলাম করে দিলাম
রহমান মাসফিক



উৎসর্গ

আমার সেইসব ফেসবুক পাঠকদের যাদের
উৎসাহে আমি কবিতা লিখছি।

নিলাম করে দিলাম
কবিতার ই-বুক

গ্রন্থস্বত্ব
রহমান মাসফিক

ই-বুক প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারী, ২০১৩
ফাল্গুন, ১৪১৯

প্রচ্ছদ
আজম মাহমুদ

ই-বুক নির্মাণ ও
সার্বিক যোগাযোগ
সৈয়দ রায়হান বিন ওয়ালী
ই-মেইলঃ rayhan_66@hotmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৮১৭৬১৭৭৬৪
ও
আজম মাহমুদ
ই-মেইলঃ ajombd@gmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৭১৫৫৫১৮১৬

বাংলার ই-বই
ঢাকা, বাংলাদেশ
www.banglar-eboi.com

সূচীপত্র

একটি প্রেমহীন কবিতা..	৬	কবিতা নয়... অন্ধকারের গুঙিয়ে ওঠা চিৎকার!	২৯
নাম দিয়ে নাও	৮	তেজস্ক্রীয় ভালোবাসা	৩১
নীলকণ্ঠ	৯	ফেরার	৩২
ভেতর বাহির	১০	যেটুকু যাবার ছিলো	৩৩
প্রায়শ্চিত্য	১২	তিতিরের গল্প	৩৪
ভাঙনে খাওয়া	১৪	বেড নং ৩৩৩	৩৫
চেনা অচেনা	১৫	একটি সিগারেটের আত্মকথা	৩৭
প্রবঞ্চক	১৭	লাশকাটা ঘরে	৩৯
মুখ বন্ধ	১৮	ক্ষুধার্ত	৪১
অবশেষে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি	২০	পিচ গলা পথ	৪২
ওপার যাত্রা	২১	পুনর্জন্ম	৪৪
তোমাকে অনুভব	২৩	অমানুষই হয়ে যাব	৪৬
কি নাম দেবো	২৪	তোর ঠিকানায়	৪৮
নিঝুম	২৫	এখন অনেক রাত	৫০
সাধুর পংক্তি	২৬	নিলাম করে দিলাম	৫১
আমার একান্ত আঁধার	২৭	নিলাম করে দিলাম- ২	৫২

একটি প্রেমহীন কবিতা..

মাঝে মাঝে মনে হয় ভ্যানগগ হয়ে যাই,
তোমার জন্য কান কেটে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ব্যাড়াবো
এদিক থেকে ওদিক,
লোকজন আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকবে
একজন কানকাটা মানুষ যায়।
অতি উৎসাহী কেউ কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করবে,
আপনার কানটা কাটা গ্যালো কি করে?
আমি চোখে মুখে যতোটা সম্ভব আগ্রহ ফুটিয়ে
জবাব দেবো
কান কেটেছি ,
এ জীবনে আর প্রেম নয়।
যে তুমি বোঝনি আজো
প্রেম ছিলো অন্ধ উঁই পোকার মতোই গহীন,
প্রয়োজনে আমি চোখ দুটিও গেলে নিয়ে
ঘুরে ব্যাড়াবো দৃষ্টিহীন ভিখিরীর সাজে ।
অতি উৎসাহী কেউ কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করবে,
অন্ধ হলেন কি করে?
দেয়াল হাতড়ে পথ চলা আমি জবাব দেবো..
চোখ গেলেছি,
এ জীবনে আর প্রেম নয়।
মাঝে মাঝে ভাবি একটা পাঁচটনি
ট্রাকের সাথে ধাক্কা খেয়ে পঙ্গু হয়ে যাবো,
দুই বগলে ক্র্যাচ লাগিয়ে ক্যাঙ্গারুর মতো
লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে পথ ব্যস্ত শহুরে জীবন।
অতি উৎসাহী কেউ কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করবে,
পঙ্গু হলেন কি করে?
বোকা বোকা সরল মুখে আমিও জবাব দেবো..
ঠ্যাঙ ভেঙেছি,

এ জীবনে আর প্রেম নয়।
সবচেয়ে ভাল হতো যদি জিভ কেটে ফেলতাম,
কোন কথা নেই বোবা মুখে
আর..
তোমার নামটিও কোনদিন উচ্চারিত হতো না।

নাম দিয়ে নাও

কবিতা দেবো?
কি কবিতা বলো?
তোমার জন্য এক টুকরো সমুদ্রই লিখে দিতে পারি,
দু'হাতের মুঠোয় জড়ো করতে পারি
নীল নীল নীলপদ্ম অসুখ.. পাঞ্জাবীর পকেটে পুরে আনতে পারি
একশ একানব্বইটা খসে পড়া মৃত নক্ষত্রের স্তুপ ।
অথবা আমার রুক্ষ চুলের ফাঁকে,
লুকিয়ে লুকিয়ে এনে দিতে পারি ছোট্ট দুইটা বাবুই পাখির ছানা। ওতে
তোমার সাধ ফুরোবে?
বলো?
কবিতা নেবে?
আমার সাথেই চলো..

নীলকষ্ট

মাথার ভেতরে সাড়ে ছয়শ ছিচল্লিশটা অসুখ
ঘোরাফেরা করে।
এন্টিসাইকোটিকে ট্রিট করলে কিছুক্ষণ চুপচাপ
ঘাপটি মেরে থাকে..
বলাই বাহুল্য!
ঐ সময়টুকুতে পাঁচনে সমস্যা হয়,
শরীরের প্রত্যেকটা রোমকূপ রোমকূপ কুয়া..
অতর্কিতেই জীর্ণ ও বিদীর্ণ হয় ঘামে
এবং ঘুমে।
তন্দ্রা ভুলতে না ভুলতেই,
ওরা আরো পঁচাশিটা উপসর্গ জুড়ে নিয়ে হামলে পড়ে
রক্তে, তন্ত্রে, হৃদযন্ত্রে।
মাথার ভেতরে সাড়ে ছয়শ ছেচল্লিশটা অসুখ
ঘোরাফেরা করে..
এন্টিডিপ্রেসেন্টে ট্রীট করলে কিছুক্ষণ চুপচাপ
ঘাপটি মেরে থাকে।
বলাই বাহুল্য!
ঐ সময়টুকুতেই প্রবল যন্ত্রণা অনুভূত হয়..

ভেতর বাহির

আমাকে খুলেই দ্যাখো প্রথমকুঠুরী;
একটা জ্বলজ্বলে নক্ষত্রের আগুন,
তার সমস্ত দহন, বেদনা, ত্রাস
নিয়ে অবিরাম পুড়েই চলেছে
আটটি প্রহর, সময়, দিন।
পক্ষ, বছর, মাস..

আমাকে খুলেই দ্যাখো দ্বিতীয় ঝিনুক খোলস;
তার এবড়ো থেবড়ো মুক্তো দানার মতো অসুখ,
আমার মাংসের ভাঁজে ভাঁজে লিখে রেখেছে
সুতীব্র যন্ত্রণার ছাপ!
কলুষিত মিথ্যার কালি..
আর কোন দিনই তুমি তা জানতে চেওনা।

তৃতীয় অলিন্দ জুড়ে
যতোটুকু করুণ কল্পকথা,
খেরো খাতায়.. সব মিলিয়ে
আমিও বেঁচে- বর্তেই আছি।
ভাল নেই।
ভাল থাকাটাও কি অসহ্য খয়েরী অসুখ!
কাকে বলব বলো?

গঙ্গাফড়িং!

খুঁজে খুঁজে ঘাস..
ডাহুকের বিষন্ন সবুজ পাতার দেশে,
ভালবেসে..
কি অসহ্য আজব ভুলের মতো,
এখনো আমার ভোরের সোনালী আলো
ধীরে ধীরে আহত সন্ধ্যের ডানায়।

তবুও বলি..
আমাকে আমিই জানি,
কোন কিছুই যে আমার একান্ত আপন নয়।

প্রায়শ্চিত্য

হিসেব দেবো?
আমি মোটামুটি পাঁচ- পাঁচটি ভ্রুণের হত্যাকারী।

প্রথম যেদিন একটা সবুজ মাঠে
আমরা বসেছিলাম, আমি এবং তুই।
কতগুলো খোসা ছড়ানো বাদামের ধ্বংসাবশেষ,
সাক্ষ্য দিচ্ছিল কিছুক্ষণ আগেও এখানে একজোড়া
প্রেমিক প্রেমিকা বসে গ্যাছে।
অথচ আমরা যখন উঠে গেলাম,
সেখানে কতগুলো পোড়া সিগারেটের মোথা
আর ছাই..

দ্বিতীয় ঘটনাটি ছিলো যেদিন আমি দেখলাম
দুটি মিগ- টুয়েনটি নাইন বিমান,
এক সমান্তরালে যেতে যেতে হঠাৎ করেই
দুই দিকে বেঁকে গ্যালো ।
কি জানি?
পাইলট দুজন হয়তো আলাপ করছিল,
আলফা ওয়ান কলিং আলফা টু..
আর ইয়্যু লিসনিং আলফা টু..
আলফা ওয়ান রাইট নাউ এট রাজশাহী,
মিটিং ঢাকা আফটার টু মোর মিনিটস ।
ওভার..

তৃতীয় হত্যাটি করেছি
যেদিন আমি তোমার সাথে জঙ্গলে গিয়েছি
অন্ধকার দেখব বলে।
আমাদের থেকে একটু দূরেই
আরো দুইটি ছায়া,

ঠিক আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে প্রেম করছিল
দুরন্ত, ধুন্ধুমার!
আমার বড়ো হিংসে হয়েছিলো জানো?

চতুর্থ খুনটি আমি করেছি
একটা আগুনে সুন্দরী মেয়ে..
যেদিন আমার ঠিক সামনের সিটটিতে
এসে বসেছে।
আমি শুধু দেখেছি বিনুনি করা চুল,
ফর্সা নরোম ঘাড়,
হয়তো কয়েক পলক শরীরের এইটুকু ঐটুকু!

অতঃপর শেষ হত্যাটি ঘটিয়েছি
মাত্র দুইদিন আগে।
যখন আমি দেখলাম
এই শহরের একটা করুণ কাক,
মরে পড়ে আছে একদম ফকিরাপুল ডাস্টবিনটার পাশে।
অসংখ্য অজস্র কাক..
চারপাশে রীতিমত আলোচনা সভা বসিয়ে দিলো।
যতদূর জেনেছি,
কাকটা নাকি আকাশ থেকে লাফিয়ে পড়ে
আত্মহত্যা করেছিল।

ভাঙনে খাওয়া

সবকিছু ভেঙে চুড়ে গ্যাছে।
মনের সাজানো ঘর,
বালু চর,
শূণ্য শুস্ক খাঁচা বুকের ভেতর।
এখানে ভেঙে... ভেঙে... ভেঙে...
আবে শালা ভেঙে গুড়ো গুড়ো হয়ে গ্যাছে।
তাই হাহাকার প্রচন্ড প্রবল..
এক টুকরো ছিন্ন সিগারেট চাই,
হাঁচড়ে পাচড়ে বুক
খুঁজে খুঁজে
হাঙরে শোঁকা রক্তের নেশার মতো,
আমার এখন
এক টুকরা জ্বলন্ত সিগারেট চাই..
এক পেয়ালা মদ,
পানপাত্র চাই।
বিষের মত জ্বলন্ত সোনালী তরল!
নিদেন পক্ষে পাহাড়ী বাংলা হলেও চলতো..।
ধুর শালা,

সব কিছু ভেঙে চুড়ে গ্যাছে।
মনের সাজানো ঘর,
বালু চর,
শুণ্য শুস্ক খাঁচা বুকের ভেতর..
এখানে ভেঙে... ভেঙে... ভেঙে...
জানিস না আবে?
ভাঙনে খেয়ে গ্যাছে।

চেনা অচেনা

আমি কি কোন দুঃখ লিখবো?
জলের দুঃখ,
মাছের দুঃখ,
ঘাস ফড়িংয়ের দুঃখ!
অথবা কোন একলা শালিক
পানকৌড়ির দুঃখ।
পূর্ণ চাঁদ,
অপূর্ণ মেঘ,
ডাব গাছটির দুঃখ,
শ্যাওলা ছাওয়া সে পুরনো দেয়াল
ইটের দুঃখ।
দুঃখগুলো কেবলই বোধয়
কচুরি পানার মতো।
অদম্য গ্রোথ রেট।
পুকুরের মজা পানি,
বুনো জঞ্জালের মতো ঘন
বুনো,
বুনো..।

হৃদয়ের এই পাশ থেকে ঐপাশে কেবলই,
বেড়েই চলেছে।
আমি তবুও গুনে গুনে পথ
দুঃখ গুলোই লিখবো।
শহরের দুঃখ,
পতিতার দুঃখ,
ধুলি বালিময় মুখ!
কি সে অসহ্য দুঃস্বপ্নময় অসুখ?
আমার এফোঁড় ওফোঁড় হৃদপিন্ড তবুও বোঝে,
জেগে উঠলেই

স্বপ্নেরা সব
ভেঙে,
গুড়ো গুড়ো হয়ে যায়।

প্রবঞ্চক

আমিও যে এলোমেলো হাঁটি,
দিন ফুরোলে রাতের অন্ধকারে..
ছাই ছায়া মাখা হলুদ তীব্র জ্বরে
ভুগে ভুগে
এই শহরে
কোন এক প্রাচীন কল্পকথা,
আমারে যে শিখিয়েছে অভিনয়..
শিখিয়েছে ভালোবাসার অন্য আরেকটি নাম,
হল প্রতারণা..।

মুখ বন্ধ

কিস্যু করার নাই গোলাম হোসেন!
বসে বসে আঙুল চোষ।

বৃদ্ধাঙ্গুলি চুষে চুষে অযাচিত সুখেই থাকো
বাকীটা জীবন।
দুই চোখ বন্ধ করে ভাবতে থাকো,
ভালো আছি।
সুতরাং ভাল থাকাটাই উত্তম।

অতএব..?
কিস্যু করার নাই গোলাম হোসেন!
কিস্যু করার নাই।

কোথাকার কোন নিমাইয়ের বউ ধর্ষিতা হল,
তাতে তোমার আমার কি?
যতদূর জানা গ্যালো,
মালটা বড়ো কচি ছিল!
মাল্লু জাতির ম্যায়া..
উৎকৃষ্ট গণিমতের সম্পত্তি।
ধর্মের নামে উহাকে ভোগ করিলে পূণ্য বৈ কী!
পাপ হৈবে না।

কতো কতো হিঁদু দ্যাশ ছাড়া হলো,
কতো হিঁদুর সম্পত্তি খাইলো গাঁয়ে..
হিঁদু ছুঁইলেও পাপ!
তবে গণিমতের বিষয় হৈলে..
আলাদা ব্যাপার।
যদি হয় প্রতিমার গায়ে জড়ানো সোনার বিছা,
সেইক্ষেত্রেও পাপ কিসের?

যুদ্ধ জয়ের পর উহাই তো পূণ্য!
সুতরাং..

কিস্যু করার নাই গোলাম হোসেন!
কিস্যু করার নাই।

দোররার বাড়ি খেয়ে রক্তাক্ত কাঁদে
সখিনার পোড়ামুখী কপাল!
অপরাধ কি জানো?
স্বামী বিদ্যাশ..!

ইদানীং ঠিক হয়েছে,
নারায়ে তাকবীর ওয়ালারা ছাড়া
দ্যাশে আর কেউ থাইকপে না..।
তোমার আমার মতো গোলাম হোসেনরাও
হবে গলাকাটা রক্তখেঁকো পিশাচ!
রামুতে নিরিহ বৌদ্ধরা মরবে দলে দলে..
আর কারো কারো ক্ষেত্রে,
বসে বসে আঙুল চোষা হে গোলাম হোসেন!

কিস্যু করার নাই।
বৃদ্ধাঙ্গুলি চুষে চুষে অযাচিত সুখেই থাকো
বাঁকীটা জীবন।
দুই চোখ বন্ধ করে নিবিড় ভাবতে থাকো,
ভালোই তো আছি,

সুতরাং ভাল থাকাটাই উত্তম।

অবশেষে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিক্রয়যোগ্য একটি হৃদপিন্ডের নিলাম হবে।
এখনো পর্যন্ত সুস্থ, সবল, নীরোগ,
গড়পড়তা বাহাত্তরটি হৃদস্পন্দনে আমার বুক,
জুড়ে ধুক ধুক ধুক..
করে
বেঁজে চলেছে অনবরত তার ধ্বনি।
প্রতিটি মিনিট, সপ্তা, বছর,
জন্মাবধিও এই পর্যন্ত
ধুসর সকাল জুড়ে!
এতদিনের অভিজ্ঞতায় আমি জানি,
আমার কোনদিন হাইপারটেনশন ছিল না।
ডিজরিদমিয়া, এরিদমিয়া, করোনারী থ্রম্বোসিস,
কিংবা জটিল কোন মাইয়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশনের প্রকোপ,
আমার হৃদপিন্ডে ছেদ হয়নি এখনো।
কি বলছি?
শোন..
আমার হৃদপিন্ড আক্রান্ত হয়নি কোন স্ট্রোকে,
তার একমাত্র অসুখ..
এত দিনও পরে ভালবাসা তরে
খুঁজেছে তোমার তোমায়।
সুতরাং!
এবং অতএব..,
বিক্রয়যোগ্য একটি হৃদপিন্ডের নিলাম হবে ।
এখনো পর্যন্ত বহু রমনীর হাত ঘুরে আসা
বোকা সোকা এই
গোলাপী হৃদয়খানি..
মুঠো মুঠো ভালবাসার বিনিময়ে আজ,
ফেলবো বেঁচেই!

ওপার যাত্রা

লাশের সাথে বসে আছি।
নিথর- নীরব মৃত অস্ফুট জড় লাশ!
অনুভূতি শূণ্য..।

শুধু এইটুকু বলতে পারি,

জীবিত অবস্থায় ইনি আমার আত্মীয় ছিলেন।

গাড়ী ছুটে চলে দ্রুত একি হুশ হাশ,
কেটে বাতাসে বাতাস!
লাশের গাড়ীগুলো খুব দ্রুতই ছোটে বোধয়।

ইতোমধ্যে আমি একবার
সামনে পড়ে থাকা মৃতদেহটি
স্পর্শ করে দেখেছি।
কালো মার্বেল পাথরের শীতল শক্ত মেঝে..
রিগর মর্টিসের প্রভাবে কিনা জানি না,
আমার সামনে সৎকারের উদ্দেশ্যে নিতে থাকা লাশটিও কেমন
ঠান্ডা, এবং শক্ত হয়ে আছে।

আমার কেমন উদ্ভট চিন্তা ভাবনা ঘোরাফেরা করছে।

ছোটব্যালায় ফিজিক্স বইয়ে পড়া
সূত্রগুলো
কিলবিলে উইপোকার মতো অস্থির পায়চারী করে
মস্তিস্ক অন্ধকারে..
তাপমাত্রা সবসময় উষ্ণ বস্তু থেকে শীতল বস্তুতে প্রবাহিত হয়।
অথচ আমি লাশের একটি হাত,
অনেকক্ষণ মুঠো করে ধরে থেকেও দেখেছি,
এতটুকু তাপমাত্রা বাড়েনি।
মৃত্যু পরবর্তী জগতটিতে হয়তো,

এখন আর
থার্মোডিনামিকস কাজ করছে না।
মৃত্যু সবকিছু পাল্টে দেয়।

দুদিন আগেও যে লোকটি আমার সামনে
সময়ে কিংবা অসময়ে..
খুব আয়েশ করে টানতো পাঁচ টাকা দামের
গোল্ডলীফ সিগারেট,
আজ তার শরীরে কোন তামাকের গন্ধ নেই।
আজ তার শরীরে জীবনের কোন
জীয়ন স্পর্শ নেই..।
অতএব,

আমি একটি লাশের সাথে বসে আছি ।
নিথর নীরব মৃত অস্ফুট জড় লাশ!
অনুভূতি শুণ্য..।
শুধু এইটুকু বলতে পারি,

জীবিত অবস্থায় ইনি আমার একান্ত আত্নীয়
ও
স্বজন আপন ছিলেন..

তোমাকে অনুভব

বেঁচে আছি নিওপ্লাজম,
এইভাবে বেঁচে বর্তে থাকা..।
তোমাকে অনুভব শুধু অবিরাম জেনো
নিজের গহীনে ভেতর,
তলপেটের চারপাশ জুড়ে একধরণের
চাপ চাপ ব্যথা।

শুধু তোমাকে অনুভব..।

একপক্ষ, দুইপক্ষ, তিনপক্ষ..
ক্রমশঃ মাইলের পর মাইল,
হৃদয়ের সাহারা থেকে গোবি পর্যন্ত
তুমি খুঁড়ে চলেছো জল,
খুঁড়েছো সমুদ্দুর..।
আন্দামানের রীফ রীফ জুড়ে
চাষ করেছো
প্রবাল প্রাচীর।
অনবরত গড়ে তুলেছো মায়া,
মায়াবী বসত ভিটা।
শহর, বন্দর, গ্রাম..
শুধু বাড়ছেই।

বেঁচে আছি নিওপ্লাজম,
এইভাবে বেঁচে বর্তে থাকা..।
ক্রমশঃ নিজেকে হারান স্থির!
আমার গহীনে ভেতরে ভেতর।
দিন যায়, রাত যায়, মন চায়..
আমিও ধীরে ধীরে ক্যামোন জানি না

তুমিই হয়ে যাচ্ছি।

কি নাম দেবো

ভালো থেকো তাবাসসুম।
ভালো থেকো।
যেহেতু ভাল থাকাটাই সবচাইতে সহজ।
মনের কোঠায় সুযোগ পেলেই
তাকিয়ে দেখো,
একটা আলোর রূপালী রেখা।
ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি..
এঁকে বেঁকে গ্যাছে বহুদূর.. জানি
বহুটা পেছন পেছন।
যেখানে আমার ঝলমলে শৈশব,
দূরন্ত কৈশোর আর, একটা ঝলসান যৌবন,
লেখা হয়ে আছে অলীক বর্ণমালায়।
একদিন ঠিক জেনে রেখো
তুমিও পড়তে পারবে।
সুতরাং,
ভালো থেকো তাবাসুম,
ভালো থেকো।
যেহেতু ভাল থাকাটাই সবচাইতে সহজ।

নিঝুম

আমার স্ত্রী..।
মাঝেমাঝেই আমায় রাত বিরোতে ডেকে তুলে বলে,
এই শুনছো?
পাশের ঘরে কিসের যেনো শব্দ হচ্ছে,
খুটখাট খুটখাট।
আমি ঘুমঘুম চোখে ওর দিকে তাকাই।
মধ্যরাতের ঘুম চটে গ্যালে
আমার অসম্ভব রাগ হয়।
অথচ আমি রাগ করতে পারি না।
ওর ভয়ার্ত মুখ,
আমায় ক্যামোন একটা আর্দ্র করে ফ্যালে।
ভারী গলায় খাকারী দিয়ে আমি বলি,
ও কিছু না..
ইঁদুর- টিদুর হবে হয়তো।
তোমার ঘুম আসছে না বুঝি?
কিছু কি চাই?
ওর ছোটখাটো ফর্সা মুখেতে রক্ত জমে।
একটা স্বর্গীয় হাসি..
ভালোবাসি..
আমি হাত বাড়িয়ে ওকে বুকে চেপে ধরি।
ঐ রাতটিতে আমাদের আর ঘুম হয় না..
ঘুম হয় না..
ঘুম হয় না..
একেবারেই ঘুম হয় না।

সাধুর পংক্তি

সাধু মনেতে কহেন,
আমি গাঁজা খাই..
তাতি তোর বাপের কি?
শিবঠাকুরের আশির্বাদে জটা ধারণ কৈরেছি।
সকাল সইন্ধ্যে গুরুক গুরুক ভক্তি পুঁজো দেই।
কইল্কি মধ্যি আগুন চাপিয়ে, নি:শেষ মইদ্যে আমি তারে
বুকে ধারণ করিছি।
আমার দেহেত জুইড়ে..
তিনশ তিষট্টি পুঁথির মালা।
জপিতে জপিতে তিত্রিশ কহিলেই,
আমি তাঁকি দেখিতি পাই।
তিনি চক্ষু লাল করিয়া আমাক কহেন..
তুই গাঁজা খাস,
তাতি কার বাপের কি?

এই চ্যানা..,
যা দিকিন,
ছোবাখানিক পুইড়ে লাল করি আন।
ছাপি খানেক জলে ভিজিয়ে,
ভাল কৈরে ধুইয়ে চিইপে আন।

ঈশ্বর, আল্লা, চন্দ্র, বিধাতা,
তোরে করি সালাম,
তুমার পাক কালাম..
দমে স্বর্গ দিসরে ঠাকুর!

নেন বাবা ঠাকুর..
আপনিই.. শুরু কৈরে দেন।

আমার একান্ত আঁধার

প্রোলিফারেশন হচ্ছে।
অবিরাম বিজবিজে শব্দ,
স্নায়ুকোষগুলো বেড়েই চলেছে
মস্তিস্কের অন্ধকার গুহায়।
মাঝে মাঝে মনে হয়,
ওরা হয়তো বাড়তে বাড়তে বেরিয়ে আসবে।
কঠিন করোটি ভেদ করে বাইরে,
বাতাসের সংস্পর্শে।
ইদানিং খুব অনুভব করি,
অক্সিপিটাল লোব জুড়ে আমার
অসহ্য কঠিন ব্যাথা।
চোখের ভেতরে অন্ধকার অপরিসীম!
কতোদিন হয়ে গ্যালো
আমি চিৎ হয়ে ঘুমুতে পারি না।
তোমরা কি বুঝতে পারছো?
তোমাদের জেগে থাকা চোখের আড়ালে করে,
আমার ভেতরে আমি পুষে চলেছি একটা
দগদগে টিউমার ক্ষত।
আমার আর সময় নেই,
একদম সময় নেই।
সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত।
যত দ্রুত সম্ভব
আমাকে সব লিখে ফেলতে হবে কবিতার খাতায়।

আমি সব লিখে রেখে যাবো..
এক এক করে ভালোবাসা, প্রেম, ঘৃণা,
বুকের ভেতরে জমানো অন্ধকার।
অনুভুতির প্রতিটি দেয়াল জুড়ে,
কোন এক নিদারুণ হতাশার গল্প।

আমার আর সময় নেই,
একদম সময় নেই।
সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত।

কবিতা নয়... অন্ধকারের গুঙিয়ে ওঠা চিৎকার!

এখানে বাতাস নাই
কাব্য নাই
ফিদেল কাস্ত্রো নাই,
শুধু সুদূর কিউবা থেকে নির্নিমেষ
তাকিয়ে চেয়ে চে..

ওহে সুকুমার!
অমিয়কে বলো রবীন্দ্রনাথ ফুরিয়ে গ্যাছে।
সুনীল চলে গ্যাছে বরুনার পিছে পিছে..
আর বেচারা জীবনানন্দ!
সে তো কবেই ট্রামের পায়ের নীচে..
পড়ে আছে আছে আছে
কেবল একজন..
এই বিছানায় বদ্ধ ঘোরের ভেতর!

ওহে সুকুমার!
ওদের বলো
আমার এখন নিবিড় শান্তি চাই!
মহাদেবের কচকচানী
আর বিষ্ণুর হিজিবিজি হিজিবিজি লেখা
আমি এবার পুড়িয়ে দেবো ঠিক।
পারলে একজন রুদ্রকে নিয়ে এসো।
ও আমায় ঠিক ঠেকিয়ে দেবে..
এবার তুমি আলোটা নিবিয়ে দাও।
ধোঁয়ার বাস্প জমে জমে..
অন্ধকার জ্বলে উঠুক পোকায় খাওয়া
মস্তিস্ক প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে।
বাইরের এলোমেলো বাতাস!
বারান্দায় নেড়ে দেয়া রুগ্ন তোয়ালে উড়ুক

পত পত পত পত পত..
ওটাকে উড়িয়ে দাও।
বাতাসে ভেসে ভেসে উড়ে যাক
জীর্ণ অনুভূতির লাশ!
হা হুতাশ..
কিছু বাতাবী বনের সুবাস।

তেজস্ক্রীয় ভালোবাসা

আমি ঠিক টের পাই..
আমার গহীন ভেতরে লুকিয়ে থাকা
পারমানবিক কষ্টগুলো,
তাদের বিজবিজে ফিউশন,
এক থেকে দুই..
দুই থেকে চার..
চার থেকে আট,
ক্রমাগত তাদের বেড়ে চলা দ্রুত
অসীমের দিকে।
রেডিয়েশন আমার দেহের ভেতরে
তৈরী করেছে দগদগে ক্ষতের ক্যানসার!
আমি ঠিক টের পাই..
এতো দিন হয়ে গ্যাছে
আমি অপেক্ষায় আছি।
কোন দিন,
কোন একদিন তারা বিস্ফোরিত হবে
লুকিয়ে রাখা
নিউক্লিয়ার গ্যাস বোমাটির মতোন ।
তারপর সবকিছু স্থির..
আমার শহর, বন্দর, গ্রাম,
তিলে তিলে তৈরী করা কোমল সম্পর্কগুলো,
সবকিছু মিলিয়ে যাবেই
ফুসসস্..

তোমার তেজস্ক্রীয় ভালোবাসার মতো।

ফেরার

আমিও আছি,
তোমাকে ভুলে সংসার পেতেছি
অন্য কোন সোনালী সমুদ্দুর।
বুদবুদের আকাশ উপড়ে ফেলে
কতিপয় ঘুঘলী শামুকের দেশ।

আমিও ছিলাম,
কখনো সূর্যতে আয়না দেখে দেখে
জ্বলন্ত মশাল হাতের মুঠোয়..।
মিছিলে ও স্লোগানে।
তোমার আকাশ স্বপ্ন তারা,
এখানে মেঘেরা অনেক দূর।
এতো দিনে তাই ভুলেই গিয়েছি
তোমার চুমুর স্বাদ।

আমিও আছি,
বুলেটে ট্রিগার টেনে রাইফেল
গ্রেনেডের স্রোতে ভেসে।
ধোঁয়াগুলো চারপাশে..
নাকে পোড়ে আগুনের পুড়ে যাওয়া ঘ্রাণ।
বিপন্ন সময়ের টানে
দৌঁড়ে ভাগি জুতোর তলানী ঘষে।
পেছনে পেছনে সাইরেন
শুনে দৌঁড়েছি যতটা পেরেছি দূর।
তোমাকে ভুলেই তবু হয়েছি ফেরার দ্যাখো
সোনালী সমুদ্দুর।

যেটুকু যাবার ছিলো

প্রিয়তা তোমার শাড়ীর আঁচলে
ন্যাফথালিনের ঘ্রাণ।
আমার উন্মুখ নাক..
বহুদিন শোঁকেনি তোমায়,
তোমার রোমকূপের ফেরোমেন,
প্রসাধনের মাতাল করা গন্ধ!
প্রিয়তা তোমার শাড়ীর শরীরে
ভাঁজ ভাঁজ পড়ে আছে।
আমার দিশেহারা চোখ..
বহুদিন দেখেনি তোমায়,
তোমার ভেজা চুল,
গভীর খাঁদের নাভী!
প্রিয়তা তোমার শাড়িটা বন্দী
আলমারী উঁচু থাকে।
আমার ক্লান্ত আঙুল..
বহুদিন ছোঁয়নি তোমায়,
তোমার গোলাপী দেহ,
পিঠের জন্ম জরুল দাগ!
প্রিয়তা..
তুমি নেই।
যেটুকু যাবার ছিলো,
গিয়েছো মুছেই!

তিতিরের গল্প

তিতিরকে মনিরুল ভালোবাসতো।
আমাদের কাইল্লা মনিরুল!
বড়ো পাগলের মতো ভালোবাসত, জানো?
ওর নামটা তিতির ছিলো বলে
কাঁটাবন থেকে দু'শ টাকায় কিনে এনেছিলো
চার চারটা ছোট্ট তিতির পাখী।
আমরা খুব জ্বালাতাম ঐ নিয়ে।
এই কাইল্লা!
তোর তিতিরগুলাও তো কালারেব্যাটা,
আবার পালক জুড়ে বুটি বুটি বসন্তের সাদা দাগ!
অবশ্য তিতিরের মাংস শুনেছি সুস্বাদু হয় খুব..
চল,
জবাই দিয়ে খেয়ে ফেলি।
মনিরুল ছ্যাত করে উঠতো..
হারামজাদা কল্লা ছিড়ে ফেলবো।
একদম কল্লা ছিড়ে ফেলবো।
তিতির আমার জান!
ওকে নিয়ে একটা কথা বলবি তো
তান্ডব হয়ে যাবে।
ওর ভালোবাসা দেখে আমাদের কষ্ট হতো খুব।
তিতির ওকে কোন দিনও পাত্তা দেয় নি।
অসম্ভব সুন্দরী ছিলো তো!
আর আমাদের অভাগা মনিরুল ,
কাঠ কয়লার মতো কালো।
ইদানিং আর তিতিরের কথা বলে না।
বাইরের মতো গহীনে বুকের ভেতর..
হৃদয়টাও ওর আগুনেই পুড়ে গ্যাছে।

বেড নং ৩৩৩

বিছানাটা খালি পড়ে আছে।
আলুথালু বেশে শুয়ে নেই কোন
আট বছরের বালিকা।
গোলাপী ফ্রক পড়া বড় বড় চোখে,
এখন আর কেউ বলবে না..
ডাক্তার আংকেল,
নার্স আন্টিগুলা না অনেক দুষ্টু।
আমি কতো খেলতে চাই তোমাদের ঐ বাগানে,
ওরা আমায় খেলতেই দিচ্ছে না।
বিছানাটা খালিই পড়ে আছে।
একদিক দিয়ে ভালই হল।
আমি কবে বাসায় যাবো?
এই সহজ প্রশ্নটার উত্তরে
আমায় আর মিথ্যে করে বলতে হবে না..
এই তো মামনি,
তোমার জ্বর আরেকটু কমে গেলেই যাবে।
আমিও তো যাবো তোমাদের বাসাটা দেখতে ।
নেবে না আমায়?
বিছানাটা খালি পড়ে আছে।
ধপধপে সাদা বেডে শুয়ে
এখন আর কেউ শোনাবে না গল্প..
জানো,
আমাদের বাসায় একটা মিঃ ফক্স আছে ।
মিঃ ফক্স কিন্তু শেয়াল না,
মিঃ ফক্স আমাদের পোষা কুকুর।
দুষ্টুমি করলে ও তোমায় ঠিক কামড়ে দেবে।
মা বলেছে,
ওরা নাকি অ্যলসেসিয়ান।
ভয়ংকর রাগী।

কিন্তু জানো?
আমাকে একটুও কামড়ায় না।
আমি মিঃ ফক্স কে বলে দেবো,
ও তোমাকে কামড়াবে না।
তুমি আমার লক্ষ্মী আংকেল,
আমার জন্য কত্তো চকলেট আনো!
পেশেন্ট রেজিষ্টারের খাতা হাতে
স্তব্ধ বসে আছি.. ।
নার্সের কন্ঠ শুনে চমক ভাঙলো ।
স্যার !
বেড নং ৩৩৩ এর মেয়েটা,
মরার আগে আপনাকে খুব খুঁজছিলো।
আমি কিছু না বলে উঠে আসলাম।
আজ আর ডিউটি ভাল লাগছে না ।
এতটা বছর ধরে,
আমার রক্তে শ্বেত কণিকারা
যুদ্ধ করেছে খুব ঠিকঠাক।
আমার যে লিউকোমিয়াতে দুঃখ পেলে
মানায় না।

একটি সিগারেটের আত্মকথা

কবির বুক পকেটে একটা আধ খ্যাচড়া সিগারেট ।
দীর্ঘ সময় পর,
তার যখন সময় হলো আগুনে পোড়ার,
বেশ কিছুক্ষণ সে পিষ্ট হলো বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং
তর্জনির নিষ্ঠুর চাপে।
তার শরীর জুড়ে এখন মৃত্যু পূর্ব বয়সের
কুঁচকে যাওয়া দাগ।
অথচ জন্ম জঠরে তারা সুরক্ষিত ছিলো
পাশাপাশি কুড়িজন সহোদর।
তারপর কোন এক সকালে,
পাড়ার মোড়ে সেলিম ভাইয়ের টং দোকানে,
তারা প্রথম দেখলো
আলোর সোনালী মুখ।
বাতাসেরও বিষন্ন অসুখ।
একে একে অনেকেই গ্যালো,
আর সেই তেরো নম্বর ধুম্রশলাকা আটকা পড়লো
একজন ক্ষ্যাপাটে কবির বুকপকেটে।
দীর্ঘ সময় ধরে সে শুনেছে তার হত্যাকারীর
একঘেয়ে বুকের স্পন্দন,
হৃদপিন্ড ধুক ধুক..
অসম্ভব গরম ও ঘামে
লেপ্টে থেকেছে সারাটা দুপুর ।
তার শোনা শেষ শব্দটি ছিলো,
আগুনের চিতকার !
শেষ অনুভুতি ছিলো ,
কবির খড়খড়ে শুস্ক ঠোটের চুম্বন !
অতঃপর ..
তার দেহ সতকার হলো ধিকিধিকি লাল রঙা আগুনে,
ইতিবৃত্তে ছিলো

বুকের ফুসফুসে নির্গত
তামাকের সুগন্ধী ধোঁয়া।

লাশকাটা ঘরে

প্রিয় বাবা,
আজ বাতাসের বড্ডো মন খারাপ।
আকাশের ও দেহ জুড়ে,
ছোপ ছোপ মেঘ কালো কষ্টগুলো
উড়ে ব্যাড়াচ্ছে,
উত্তর থেকে আরো খানিকটা পশ্চিমে ।
বহুদিন তোমার সাথে কথা হয়না ।
কেমন আছো বল তো?
জানি,
আমার প্রতি তোমার বড্ড অভিমান!
তাই চুপ করে আছো।
শুনলাম রক্তে তোমার
ই এস আর বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাইত্রিশ ,
সুগারটাও নাকি ভোগাচ্ছে খুব ।
মাঝে মাঝেই রক্তচাপের লাগাম ছাড়া
পাগলা ঘোড়াটা কে
বশে আনতে পারছো না কোন ভাবেই ।
বাবা তুমি কেন ভাল নেই ?
জানি,
আমার প্রতি তোমার বড্ডো অভিমান !
বাবা তোমার মনে আছে?
সেই ছোট্ট ব্যালায় তুমি আমায় নিয়ে যেতে
ব্রহ্মপুত্রের পাড়!
তোমার বুকের নদীটা কি তার চেয়েও গভীর?
সাঁতার না শেখায় আজ বড় আফসোস হচ্ছে।
জীবনের নদীটাতেও কেমন হাবুডুবু খাচ্ছি দেখো ।
ঘোলা জলে ডুবে মরেই বোধয় যাবো।
বাবা তুমি তো ডাক্তার..

লাশকাটা ঘরে ময়নাতদন্ত শেষে নিশ্চয় বুঝবে ,
আমি কেন মারা গেলাম।
বাবা তুমি ভালো থেকো,
শরীরের প্রতি যত্ন নিও।
সম্ভব হলে মন থেকে মুছে দিও
আমার দেয়া অভিমানটুকু ..
আজ বাতাসের বড্ডো মন খারাপ।
আকাশের ও দেহ জুড়ে,
ছোপ ছোপ মেঘ কালো কষ্ট গুলো
উড়ে ব্যাড়াচ্ছে,
উত্তর থেকে আরো খানিকটা পশ্চিমে।

ক্ষুধার্ত

কবিতা লিখবি?
কবিতা?
লেখ।
কতোদিন একটা কবিতা খাইনা!
আমি কবিতার দাম দেবো
সতরোটা নক্ষত্র.. ।
ঐসব ছেড়া ন্যাতন্যাতে দু'টাকার কবিতা লিখে
আমার সাথে বড়াই করিস না।
দুই টাকা আমি ভিক্ষা দেই,
ভিক্ষা..

পিচ গলা পথ

হীনমন্যতায় ভুগছি,
ঋণমন্যতায়..
বিষন্ন নীল চরাচরে পড়ে
কাতরক্লীষ্ট মনঃ,
পুড়েছে কালোয়,
কমলা, লালে,
শোকের বহ্নিতাপে।
ধুরন্ধর অসহায়ত্বে বন্দী লোভের তীর ,
আমার বুক থেকে গলা পর্যন্ত করে গ্যাছে
এফোঁড় ওফোঁড় ।
ক্ষত কাঁধে করে হেঁটে গ্যাছি তবু,
দুই দশ ক্রোশ পিচের পথের শেষ ।
তোমাদের জ্বলন্ত ধুম্রশলাকা,
মুখ ভর্তি করে ছেড়ে যাওয়া গলগলে ধোঁয়ার মেঘ,
নিঃশ্বাসে কেঁপে কেঁপে গ্যাছে
অভুক্ত নাকের পাটা।
পথের পরতে খুঁজেছি দু'চোখ,
আঁধপোড়া ছুড়ে দেয়া ফিল্টার,
নিদেন পক্ষে একটা কাগজে প্যাচান বিড়ি।
চারধারে তাকিয়ে থেকে দেখেছি,
তোমাদের লাজুক হাসি,
রিনরিনে চুরি পড়া হাতে জড়ান
সুঠাম পুরুষ বাহু ।
হেসেছি..
শুস্ক বধির ঠোট ,
টান পড়ে গ্যাছে ফেঁটে ।
পাশ দিয়ে সাই সাই হাইওয়ে বাস ,
ছুটে ছুটে গ্যাছে ,
উড়িয়ে পথের ধুলা ।

খড়খড়ে তাপে নাকে লেগেছে
গলিত পিচের ঘ্রাণ,
তবুও হেঁটেই গ্যাছি,
হীনমন্যতায়, ঋণমন্যতায়..
তোমাদের নগরীতে ।

পুনর্জন্ম

প্রিয় নাসরীন,
তোমার পাঠানো কবিতা পত্রখানি
খুঁজে নিয়েছে তার আকাশের ঠিকানা।
পাখি হয়ে ভেসে বেরিয়েছে,
নীল থেকে নীলে,
অন্তরীক্ষেরও কোন নৈঃশব্দ স্থির জলে।
এপারের শীতল মৃত্যু পারেনি
বেঁধে রাখতে,
রুদ্রের পায়ের পাতা।
টিবিয়া, ফিবুলা,
টেন্ডন অব আকিলিস ।
এখনো রুদ্র হাঁটে,
পা থেকে পায়ে হেঁটে ব্যাড়ায় রাজপথে,
রাস্তায়,
টি এস সি চত্বরে।
রুদ্রেরা কখনো মরে না বোধ হয়,
মরে গিয়েও পুনর্জন্ম নেয়।
দুপুরের ঝলসানো রোদে হাঁটে,
প্রেম করে,
মাঝে মাঝে মাঝ রাত্তিরে
বাড়ি ফেরে মাতাল হয়ে।
পুরোন বাড়িটা বদলে গ্যাছে,
ইন্দিরা রোডের বসত হয়েছে পর,
চেনা মানুষগুলো সামনে দিয়ে
হেঁটে চলে গ্যালেও,
কেমন অচেনা রয়ে যায়।
বড়ো ক্লান্ত লাগছে,
সেই ভর দুপুরে এক কাপ চা,
আর গোটা তিনেক আলু সিঙাড়ায়

পেরিয়েছে ঘর্মাক্ত দিন।
অম্বলের ধাঁরাল দাঁত,
কামড়ে ছাড়েনি পিছু এই জীবনেও,
যকৃতে ধরেছে পঁচন।
আর কিছু লেখার ইচ্ছে নেই।
ভাল আছি।
ভাল থেকো।
ইচ্ছে হলে আকাশের ঠিকানায়,
আরো একবার চিঠি লিখো।
ইতি...

অমানুষই হয়ে যাব

আমার ও ক্লান্ত দেহ..
ছোপ ছোপ লাল কালো কষ্টগুলো শীতল
বরফ গ্যাছে জমে।
ছেড়া ফাঁটা উন্মুক্ত লজ্জা শরীর,
আবর্জনার ঘোলাটে দাগ,
তোমাদের কেতাদুরস্ত ইস্ত্রী করা ধপধপে মনের
ঠোঙা ডিঙিয়ে,
আঁক দাগে কদাচিত !

তোমার বাড়ির সামনেই আমি থাকি ।
কুউউ ঝিকঝিক ,
দুইটা সমান্তরাল লৌহপাতের পাড় !
ওটাকে বাড়ী বলতেও মুখ সরে না ।
অথচ ওটাই বাড়ি,
ওটাই আমার ঘর !
বাপ- মাওহীন একাকী জীবন,
স্তব্ধতা সংসার।
আমারও এবড়ো থেবড়ো মুখ,
পোকায় খাওয়া ন্যাড়া নাড়কেল মাথা,
বিভৎস ফোলা ফোকলা দাঁতের হাসি,
ফেঁটে ফুলে যাওয়া রক্তাক্ত ওষ্ঠ অধর।
কতোবার তোমাদের গাড়ির জানালা ঘেঁষটে দাঁড়িয়ে থেকেছে ভীড়ে,
পেতেছে হাত, পেতেছে শরীর,
পেতেছে ভিক্ষার ঝুলি।
তোমরা তোমাদের কালো ভুরু কুঁচকে
ছুড়ে দিয়েছ ঝিকমিকি পয়সা,
একটি টাকা,
টরে টক্কা, দুইয়ের টাকা, তিন!

কোন রকমে আঠার হয়ে গেলেই কেল্লা ফতে!
আঠার টাকার আঁঠার নেশায় বুঁদ ..
সারাটা দিন,
অপ্রিয় সময়,
সারাটা রঙীন বেলা !
তোমরা আমাকে দেখেছ কিনা জানিনা ।
আমি তোমাদেরই জারজ সন্তান !
হস্তমৈথুনের ছিটকে ফেলা থকথকে বীজহীন বীর্য !
ধনের পাহাড় তলায় ছিটিয়ে থাকা
দারিদ্রের বাই প্রোডাক্ট ।
আমাকে দেখে তোমাদের
ঘৃণায় কুঁচকে ওঠা নাক,
কখনো ভাবেনি মানুষ!
আমিও টোকাই,
মানুষ না হয়ে তবু
অমানুষই হয়ে যাবো..

তোর ঠিকানায়

অনু,
ক্যামোন আছিস?
তোদের বাসাবোর বাসাটা নাকি বদলে ফেলেছিস?
ফোন নাম্বার, বন্ধু- স্বজন।
জীবন যাপন।
সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে
তুই শুধু,
তোরই মতোন।
একজন অরণ্য আনোয়ার।
ঐ সময় আমাদের ল্যান্ডফোনে ,
বিল আসতো খুব!
এখন তো ল্যান্ডফোনই নাই ।
ঢাকা শহরটা বদলে গ্যাছে ।
অথবা আমরা যারা ছিলাম ।
তোর মনে আছে ?
আমি আর তুই ,
শাহবাগ মোড় পেরিয়ে চারুকলার সিঁড়ি?
বন্যা'র সাথেও দেখা নেই কতকাল।
শান্তিনিকেতন চলে গ্যাছে।
তুই চলে গ্যাছিস।
আমি চলে গ্যাছি।
এমন ই হয়।
এখনো আমার,
মাঝে মাঝে রিজলা পাতায়,
ফ্লাইং ডাচম্যান।
গন্ধটা আর আগের মত লাগে না।
মাঝে মাঝে সোনালী তরল...
রুপোলী স্মৃতিগুলোর ধুসরছবি ।

তোকে মনে পড়ে।
তোর মনে আছে?
বেইলী রোড পার হয়ে,
ভি আই পি এক্সটেনশনে, একটা ভিক্ষুক!
প্রতিদিন গাঁজা খেত ধুমাধুম।
লোকটা মারা গ্যাছে।
আজ অনেক দিন পর ঐখানে।
ঠিক ঐখানটাতেই,
স্তব্ধ বসে ছিলাম।
বুকের ভেতরটা, ক্যামোন খালি খালি লাগল।
এখন আর, কোথাও আমার
পরিচিত কেউ নাই।
তনুজটার সাথে একদিন দেখা হয়েছিল।
মৈমনসিং বাসস্ট্যান্ডে!
ওর বাবা মারা গ্যাছে।
খুব তাড়া হুড়ো করছিল।
এক কাপ চা, আর একটা গোল্ডলীফ!
ওর তখন সময়ের অনেক দাম।
বাড়ির বড় ছেলে তো?
অনু,
তোর কথা খুব মনে পড়ে।
কোথায় যে আছিস?
যেখানেই থাক,
ভাল থাকিস রে ব্যাটা..

এখন অনেক রাত

হাঁটছি..
চেনা শহরের অচেনা মানুষ,
চোখ লাল করে হাঁটছি।
একটা উড়াল সেতু।
হাঁটছি..
হলুদ নিয়ন,
হলুদ শহর,
হাঁটছি..
হাঁটছি..
এলোমেলো পা ফেলে হাঁটছি।
শহরটার অসুখ করেছে খুব।
এখানে ওখানে মানুষ গুলো
কুকুর কিংবা বেড়াল।
এখন এখানে ব্যস্ততা নেই,
গাড়িগুলো হুসহাস।
দরদাম হচ্ছে।
মানুষের দরদাম।
একরাত্রের মানুষ।
কুয়াশার রাত,
দ্রুত বনিবনাই উত্তম।
হাঁটছি ...
চেনা শহরের অচেনা মানুষ,
চোখ লাল করে হাঁটছি ।

নিলাম করে দিলাম

কষ্টগুলো আমার চাইতে বেশী।
ক'ফোঁটা দু'ফোঁটা কষ্ট জমে,
সে বড়ো দু'কূল ভাসিয়ে প্লাবন!
তোর কষ্টগুলো চামড়া দিয়ে বাঁধা,
মুখে আটকে এলমুনিয়াম ছিপি,
রৌদ্র, ছায়ার কষ্টগুলোও,
আমার চাইতে বেশী।
ঘোলা কষ্ট, ভোলা কষ্ট,
নষ্ট কষ্ট, অস্পষ্ট,
কষ্টের ও হাট বাজারে,
কষ্টগুলো দামী।
আমার ও যে কষ্ট কতক,
করবো নিলাম আমি।
ভালোবাসা এক..
ভালোবাসা দুই..
ভালোবাসা তিন..
কত কেজি দরে কষ্ট কিনবি,
বল...?

নিলাম করে দিলাম- ২

ছুঁয়ে গ্যাছে দগদগে গ্যাংগ্রীন
আমারে কবে?
চোখ মেলে খুঁজে খুঁজে দেখে নিও
হে আড়াই হোসেন।
চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় কষ্টগুলো,
ফেললে খুলেই !
শুকনো হাতে যে ভেজা কষ্টেরা
শুকিয়ে যাচ্ছে আরো,
ইচ্ছে তোমার, হলুদ কষ্ট,
মেরেও ফেলতে পারো।
আড়াই হোসেন,
তুমি সুখ কিনেছো, ফুল কিনেছো,
হাতির দাঁতের নখ কিনেছো,
ভালোবাসার সওদা তুমি
ভালোই করো।
তোমায় আমি বলব কি আর ?
বলতে বারণ,
ছাড়ো ।
পুঁজি বলো পুঞ্জি বলো
সবই গ্যাছে ।
ওসব নিয়ে ভাবনা চুলোয়,
লাভ কি বলো ?
দায়েতে পড়ার সওদাগরী,
ভীষণ এলোমেলো ।
তোমার হাতে কষ্টগুলো অনেকদামী,
তাইতো শুনি ।
ভীষণ জানি, হায় !
হায় আড়াই হোসেন,
চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় কষ্টগুলো,
ফেললে খুলেই!